ধরমশালার পথে প্রান্তরে

সুদীপ্ত পুরকাইত

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

দেবভূমি বলেপরিচিত সমগ্র হিমাচল প্রদেশে সমাবিষ্ট রয়েছে হাজারো দেব-দেবী রমন্দির। নদী, পাহাড় , তুষার ধবল গিরিশৃঙ্গ, উপত্যকা, হিমবাহপ্রভৃতির মধ্যে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের এক অপূর্ব নৈসর্গিক মেল বন্ধন। হাওড়া থেকে ট্রেনে(জম্মু তাওয়াই , হিমগিরি) চেপে পাঠানকোট, চাকী ব্যাঙ্ক ষ্টেশন এবং সেখান থেকে সাড়ে তিন ঘন্টা বাসে বাগাড়ীতে করে ৮৬ কিমি দূরে ধৌলধার পাহাড় ধরমশালাতে পৌঁছানো যায়।ধরমশালার নিচের অংশকে বলে লোয়ার ধরমশালা(৪৫৩০ ফুট) আর উপরের দিকে ম্যাকলয়েডগঞ্জ ও ফরসিথগঞ্জ হলআপার ধরমশালা (৬০০০ ফুট)। মধ্যবর্তী দূরত্ব প্রায়১০ কিমি।

সূর্য তখন পশ্চিম গগনে পর্বতরাজিরপশ্চাতে দিক চক্রবালের সঙ্গে মিলিত হতে উদ্যত, রক্তিম আভায় রূপালীবর্ণচ্ছটার উপর শেষ তুলির টানে উদ্ভাসিত ধরমশালার বিশাল বাস টার্মিনাস।এরই মধ্যে হঠাৎ শু হল অনাহূত বৃষ্টির ধারা বর্ষণ। দুপুর ১২ টার সময়আমরা যাত্রা শু করেছিলাম ১৪৫ কিমি দূরে ডালহৌসি শৈলশহর থেকে। পথিমধ্যেএকটি মালবাহী ট্রাক উল্টে রাস্তা অবরোধ করে পড়ে রয়েছে। দুদিকে দাঁড়িয়ে পড়েছে অনেক গাড়ি।বেগতিক দেখে বাস পরিবর্তন করে আমরা ঘুর পথে এখানে এসে পৌঁছেছি।একটু পরিশ্রান্ত লাগছিল। কিন্তু এখানে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি ও ঠান্ডা হাওয়ার সাথে এককাপ কফিতেইশরীর মন চনমনে হয়ে উঠল। বৃষ্টি থেমে গেছে। ধৌলধার পাহড়ে দিনেরশেষ আভা বিদায় জানাচ্ছে। রঙ বদলের খেলা চলছে তুষারাচ্ছাদিত গিরিশৃঙ্গে।বড়ই দৃষ্টি নন্দন মনোরম পরিবেশ । চির, দেওদার ও পাইনের ছায়ায়ঘেরা রাস্তা ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠে গেছে -- ভারি সুন্দর ওয়ারমেমোরিয়ালের পাশ দিয়ে। কাছাকাছি একটি ছোট ছিমছাম হোটেলে থাকারব্যাবস্থা করা হল। এখান থেকে নীচের দিকেঅনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায় সমগ্র উপত্যকা ওপাহাড়ের গায়ে গড়ে ওঠা শহর এবং উপরের দিকে শুভ্রতুষার আভরণে ধৌলধার পাহাড় দৃশ্যমান।

একটু বিশ্রাম নিয়ে পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ালাম। এপ্রিল মাসের ২ তারিখ ডালহৌসিত তুলনায় একানে ঠান্ডা কম(১০ ডিগ্রি সে.) । পাশেই দেখা গেল কাংড়াআর্ট মিউজিয়াম ও লাইব্রেরী, ট্যুরিস্ট অফিস, হিমাচল ট্যুরিজিমেরবিলাস বহুল যাত্রী নিবাস, হোটেল, বাজার ,দেকানপাট প্রভৃতি বেশ জমজমাট। কিন্তু একটু রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেইরাস্তা বেশ ফাঁকা হয়ে যায় ।ম্যাকলয়েডগঞ্জের দিকে ধাপে ধাপে আলোর রোশনাই আর একেবারে নীচের দিকে ভ্যালিতেঅজস্র আলোর বর্ণমালা। যেন রাতের আকাশের তারারা মর্ত্যে নেমে এসেছে অথবা দীপাবলীর আলোকমালার মতো সুসজ্জিত ।দশমীর চন্দ্র দৃশ্যমান। সব কিছু মিলিয়ে বেশ মায়াবীপরিবেশ । ঠান্ডার রেশ ধীরেধীরে বাড়ছে। হোটেলে ফিরে রাতের খাবারখেতে খেতে পরের দিনের পরিকল্পনা তৈরী করে শুয়ে পড়লাম।

লোয়ার ধরমশালা থেকে আপার ধরমশালাতে যাওয়ারজন্য কোতয়াল বাজার থেকে ট্যাক্সি, শেয়ার জীপ অথবা বাস পেতে কোনঅসুবিধা হয় না। একটা গাড়ীতে চেপে ৩০ মিনিটে পৌঁছে গেলাম ভারতেঅবস্থিত দলাইলামার স্থায়ী হেড

ক ায়ার্টার ম্যাকলয়েডগঞ্জ। রাস্ত এঁকেবেঁকে ত্রমশ উপরে উঠে এসেছে। রাস্তার দুপাশে চির ও পাইনের দলসারি সারি দঁ াড়িয়ে কুর্নীশ জানাচ্ছে। রয়েছে মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট। বাসস্ট্যান্ড থেকে ৪টি রাস্তা চলে গেছে বিভিন্ন দিকে দোকান ব াজার রেষ্টু রেন্টেরপাশ দিয়ে। দলাই লামার আশ্রমের দিকে রাস্তা ধরে আমরা এগিয়ে চললাম।দুদিকে সারিবদ্ধ দোক ান, মাঝ দিয়ে রাস্তা ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। নানা ধরনের তিববতী হাতের কাজকরা সামগ্রীর সমাহার। জামা ক াপড়, নানা সুস্বাদু বিজাতীয় খা ব ারের দোকান ও তিববতী রেষ্টুরেন্ট । বাজার পেরিয়ে রাস্তা । একটু ডান দিকে বাঁয়ে নিয়ে পাহাড়টাকে বাঁকে রেখে ডানদিকের গা ধরেত্রমশঃ ঢালু পথে এগিয়ে চলেছে। ডানদিকে পাইন ও দেওদ া রেরবন পাহাড়ের ঢালে দন্ডায়মান। এখানে প্রচুর লামা ও বিদেশী নারীপু ষের ভীড় চোখে পড়ার মত।হস্তরেখাবিদ ও ভবিষ্যৎবক্ত ারাও পসরা সাজিয়ে বসেছেরাস্তার পাশে।

ত্রিতল আকর্ষণীয় স্থাপত্যের ভারি সুন্দরমনাস্ট্রিতে দেখা মে লে বুদ্ধের পদ্মসম্ভব অবলো কি তেধরমূর্তি। প্রতি বছর মার্চ ম াসে দলাই লামা নি জে শিক্ষা দান করেন এখানে। ধ্যান কক্ষে আ ছে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা।কক্ষের মধ্যে পেন্টিঁ ং - এর কাজ চিত্ত া কর্ষক।এ খ ান থেকে অপূর্ব প্র া ক্ তিকশোভা দৃশ্যমান হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দীক্ষা ওদর্শনের জন্য বৌদ্ধরা এখানে ছুটে আসেন মানসিক শান্তির আশায়। সঙ্গে আছেধৌলধার পাহাড়ের দুর্নিবার আকর্ষণ ও হিমশীতল আবহাওয়া। ব্রিটিশ যুগেরস্থাপত্যকীর্তিও দর্শনীয়। ম্যাকলয়েডগঞ্জ ও ফরসিথগঞ্জের মাঝে আছেপাথরেরতৈরী সুদৃশ্য সেন্ট জনস্ চার্চ। দেওদ া রেরছায়ায় ঢাকা চার্চের প্রাঙ্গনে আছে১৮৬৩ সালে পরলোক গত ব্রিটিশ ভাইসরয়লর্ড এলগিনের সমাধি ।

ম্যাকলয়েগঞ্জ থেকে ৩ কিদূরে রয়েছে শিব মন্দির ভগসুনাথ। পূজার পসরা সাজিয়েরাস্তার দুদিকে সারি সারিদোক ান। কতক গুলি সিঁড়ি ভেঙে উপরে মুল মন্দির । দুদিক পাহাড়েঘেরা, ঝর্ণার জ ল পাইপ লাইনে এনে এখানে তৈরী হয়েছেপানীয় জলের চৌবাচচা। পাশেই রয়েছে স্নানের জায়গা। অনেকেই স্নান করেতার পর যায় ভগবান শিবের পূজা দিতে।

ম্যাকলয়েডগঞ্জ থেকে ১১ কিমি দান সুন্দরপ্রকৃতিক জলাশয় .. ডাল লেক..। তিন দিক পাইন ও দেওদার গাছে ঘেরাপান্ন া - সবুজ জলে রঙী ন মাছেদের জল ত্রীড়া ভ্রমণকারীদের আকৃষ্ট করে রাখে। দর্শনার্থীদের দেওয়াখাবার খেতে ভীষণ মেতে ওঠে মাছেরা।মাঝারি সাইজের এই পবিত্র হ্রদের একপাশে রয়েছে একটা ছোট মন্দির --নির্দিষ্ট তিথিতে এখানে পূজা দিলে মনস্ক া মনাপূ র্ ণ হয়। ডাল লেক য া ওয়ারপথে প্রকৃতির সৌন্দর্য মাঝে মাঝে আমাদের গতি স্তব্ধ করে দেয়। নীচেরদিকের সবুজ ছ াউনির সারিবদ্ধ মিলিটারী ব্যারাক,রাস্তার ধারে ঘন সবুজ পাইনের দল ও মাঝখান দিয়ে উঁকি দেয় সদ্যপ্রস্ফুটিত রডোডেনড্রন সুন্দরী।

ম্যাকলয়েডগঞ্জ থেকে ধরমকোট হয়ে ধৌলধারেরবরফ চুড়ার কাছাকাছি ট্রিউন্ড যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। এই পথে দেখা য ায়বিস্তীর্ণ ধৌলধার শিখর, অন্যদিকে নীচে র ঢালে প্রশ স্ত কাংড়া ভ্যালি। আরো ৫কিমি দূরে ধৌলধারেরস্নো-লাইনের যেখান থেকে শু সেই লিয়াক। একটাচমৎকার গেষ্ট হাউস আছে এখানে । কিন্তু স ঙ্গেবাচ্ছা ও মহিলা থাকায় সেই ইচ্ছা অপূর্ণ রয়ে গেল।

পরেরদিন ধরমশালা থেকে বাসে চেপে ৫৮ কিমি দূরেজোয়াল া জির মন্দিরে পৌঁছে গেলাম। প্রায়আড়াই ঘন্টা সময় ধরে পাহাড়ী রাস্তা ও বিস্তীর্ণ ভ্যালি অতিত্রম করার সময়ে প্র া কৃতিকযে অনন্য শোভা উপভোগ করলাম তা অন্যান্য জ ায়গার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।সোনালী গমের ক্ষেতের বুক চিরে পাহাড়ী নদী আর ঠিক তার পিছনেতুষারাচ্ছাদিত ধৌলধার, যা কেবল শিল্পীর ক্যানভাসে তুলির টানে ফুটেওঠে। জায়গাটা জ্বালামুখী নামে পরিচিত --- বাস স্টান্ডটি পাঞ্জ াব ও হিমাচলেরবহু জায়গার স ঙ্গে সংযোগ ঘটিয়েছে। ৫১ পীঠের এক পীঠ -এখানে সতীর জি হ্বা পড়েছিল বলে

কথিত। আদি মন্দিরের মধ্যেআজও জ্বলছে অনির্বাণ নীলাভ শিখা। নেই কোন দেবী মুর্তি । অগ্নি শিখাই দেবীরপ্রতিভূ। নবরাত্রি উপলক্ষে বিশাল মেলা বসে মন্দির ঘিরে। দর্শন করতেআসেন লক্ষ লক্ষ পু ণ্যার্থী। এখন মন্দিরটি দো তল া,উপরে নতুন করে তৈরী হয়েছে দেবী - গর্ভ। অনেক লম্বা লাইন হয় মাঝেমাঝে । মূল মন্দির নির্মাণ করেন স্থানীয় রাজা ভূমিচন্দ্র। শোনা যায়পরবর্তী কালে সম্রাট আকবর এক হিন্দু রানীর অনুরোধে মন্দিরের চূড়া সোনার পাত দিয়ে মু ড়ে দেন এবং আরও পরেমহারাজ রঞ্জিত সিং পোর দরজা দান করেন। মন্দির প্রাঙ্গনে তৈরী হয়েছেভারতমাতার মন্দির। এখ ানে নিয়মিত পাঠচত্র ও ভজন হয়। মন্দিরের প্রায়আধ কিমি উপরে রয়েছে বাবা গোরক্ষনাথের ধাম।বাবাজী সমাধি স্হ হয়েছেন এ খ ানে।

কাংড়া বাস স্ট্যান্ডের কাছেই (২কিমি) পুরানো শহরের প্রাণ কেন্দ্র জমজমাট বজ্রেশ্বরী দেবীর মন্দির।অনেক গুলি সিঁড়ি ধ াপে ধাপে উঠে এসেছে মন্দির প্রাঙ্গণে। কাংড়া রাজপরিবারের আরাধ্যা দেবী বজ্রে র ীপ্রাচীন কাল থেকেই পাহাড়ের শিখরে অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন। রত্ন - সম্পদের লোভে বারবার আত্রমণ করেছেহানাদারের া । সুলতান মামুদ থেকে তৈমুরলঙ্গ লু ঠকরেছে সকলেই। ভূমিকম্পে ক্ষতি গ্র স্ত হওয়ায় প্রায় ৯০ বছর আগে বর্তমান মন্দিরটি এখানে প্রতি ি ষ্ঠতহয়। কাংড়া বাসস্ট্যানড থেকে ৭ কিমি দূরে পাহাড়ের উপরেপ্রাচীন কাংড়া ফোর্ট। গাড়ী নিয়ে গেলে একে বারে দু র্গেরগেটের কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়। অন্যথায় প্রায় ১ কিমি চড়াইরাস্তা হেঁটে উপরে উঠতেহবে। স্নান ঘর বা হামাম ড ানহাতে রেখে সামনে এগিয়ে গেলেই প্রধান তোরণরঞ্জিৎ সিং দরওয়াজা। তার পর থেকে ত্রমশঃ ধাপে ধাপে কামান দ রজাপেরিয়ে রাস্তা পাহাড় ঘুরে উপরে উঠেছে। দূর্গের উপর থেকে চার পাশে উপত্যাকার দৃশ্যঅতীব সুন্দর। মাঝি নদী ও বাণ গঙ্গা নদীর সঙ্গম স্থল অনেক নীচে পাহাড়েরপাদদেশে দুই দিকের অনেকটা ঘিরে রেখেছে। নদীতে জল অল্প থ াকলেও তারস্রোত ছন্দোময় শব্দে প্রবহমান। বহু প্রাচীন এই দু র্গটিবার বার শত্রুদের দ্বারা আত্রান্তহয়েছে। ১৮৪৬ স ালে কাং ড়া রাজাদের পরাজিতকরে ই ং রেজরা এটি দখল করে। প্রাচীন বধ্যভূমি, হারেম মহল, রঙ মহল ছাড়াও আ দিনাথের মন্দির এবং লক্ষী নারায়ণমন্দিরের ধবংসাবশেষ এখন দেখা যায়। কেল্লার সামনে তৈরী হয়েছে জৈনদের নতুনআদি নাথের মন্দির।

জ্বালামুখী যাওয়ার পথে কাংড়া বাস স্ট্যান্ডথেকে ১৮ কিমি দূরে রানীতাল, থেকে ডানদিকের রাস্থা ধরে আরও ২২কিমি দূরে ছোট পাহাড়ের উপর একই পাহাড় কেটে তৈরী হয়েছে মাসর মন্দির সমূহ। প্রচারের আলোএখানে এসে পৌঁছয়নি। তাই বহু লোকের কাছে অজানা, এমনকি কাংড়া ভ্যালিরমানুষের কাছে খুব একটা পরিচিত নয়। পাহাড় কুঁদে, পাহাড়ের গায়েইলোরা গুহা মন্দিরের রীতিতে তৈরী হয়েছে। স্থাপত্য শৈলীতেরয়েছে কলা - কুশলতা যা ৮ম শতাব্দীতে নির্মিত বলে প্রমাণ মিলেছে।মন্দিরের মধ্যে রয়েছে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার মূর্তি। মন্দিরের বেশীর ভাগ অংশধবংস হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো যা আছে তা দেখার মত। মূল ম ন্দিরেরদরজার পাশে, স্তম্ভে এবং মন্দিরের গায়ে ভাস্কর্যের উজ্জ্বল নিদর্শন রয়েছে।মন্দির প্রাঙ্গনে রয়েছে বিশাল জলাধার -- বর্তমানে জল শুন্য। পাথরের গুহা- সিঁড়ি দিয়ে মন্দিরের উপরে ওঠা যায়। মন্দিরের পাশের স সিঁড়ি দিয়েউপরে উঠে এলে এখান থেকে চার দিকের উলত্যকার দৃশ্য ভারি সুন্দরদেখায়। মাসর জায়গাটা নির্জন --- বাস চললেও গাড়ী নিয়ে যাওয়াই ভালো।রানীতাল থেকে মাসম পর্যন্তরাস্তা খুব সুন্দর - গ্রামের মধ্যে দিয়ে রাস্তা নদী পেরিয়ে দু পাশেসোনালী হলুদ বর্ণ গমের ক্ষেতের মাঝ দিয়ে ত্রমশঃ ঢালু হতে হতেপ্রায় সমতল ভূমি অতিত্রম করেমাসর পৌঁচেছে। মন্দিরের পাশেই একমাত্র চায়ের দোকান থেকে চা পানকরে পড়ন্ত বিকেলের রৌদ্রে প্রকৃতির সৌন্দর্য শোভা উপভোগকরতে করতে ফিরে এলাম।

ি হিম াচলের সবচেয়ে জাগ্রতদেবী বলে পরিচিত মা চামুন্ডা দেবী। লোয়ার ধরম শালা থেকে ১১ কিমি দূরেকাংড়া বাস স্টান্ডএবং এখান থেকে ২৫ কিমি দূরে চামুন্ডা মন্দির ।এখানেসারা বছর প্রচুর দর্শনার্থী অ াসেন। মন্দিরের দেবী মূর্তি সে ানা ও পার অলঙ্কারে ভূষিতা । মন্দিরের সামনে নীচের দিকে রয়েছে একটি জলাধার,যা মন্দিরের সৌন্দর্য অনেকগুণ বৃদ্ধি করেছে। সাথে পাহাড়ের গুহার মধ্যেখুবই স্বল্প পরিসর জায়গার মধ্যে রয়েছেন লিঙ্গেশ্বর ।পাশদিয়ে বয়ে চলেছে ব

াণগঙ্গা নদী। রাস্তার উপর থেকে নদীর কিনারে গড়ে ওঠা মন্দির, দোকানপাট, সড়ক, পুল প্রভৃতি বে শরমনীয়।

ধরমশালা থেকে পালামপুর ৪০ কিমি দূরে ।পালামপুর প্রবেশের পথে চোখে পড়লো হিমাচল কৃষি ৰিবিদ্যালয় ।রয়েছে কো- অপারোটিভ সে াসাইটির চা তৈরীরকারখানা ও বিপণন কেন্দ্র। বিশাল বাস আড্ডা বাঁদিকে ফেলে আরও ২ কিমি উপরেজমজমাট ঘন বসতি পূর্ণ পরিচ্ছন্ন আধুনিক সুসজ্জিত শহর ।এখানে সুভাষচকেরয়েছে নেতাজীর মূর্তি। প্রায় ৫১০০ ফুট উপরে অবস্থিত শহরে রয়েছেনানা মন্দির, গির্জা ও দুর্গ আর আছে পাহাড় জুড়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চা বাগ ান। ছোটগাড়ীতে করে চা বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর সময় একটা রোমাঞ্চকরঅনুভূতি জাগায়। মাঝে মাঝে রয়েছে ছিমছাম গেষ্ট হাউস, বাং লো।চা বাগনে কর্মরত দল দল মহিলা বাহারি পোষাকে সজ্জিত । এখানে নয়নাভিরাম ঘনসবুজ রঙ ভ্রমণার্থীদের আকৃষ্ট করে । ধৌলধারের তুষার ধবল শিখরেরনীচে চা বাগানের বিস্তীর্ণ সবুজ অঞ্চল এক অসাধারণ দৃশ্য পট তৈরীকরেছে। পালামপুর চায়ের ধূমায়িত কাপ হাতে হোটেলের চার তলারবারান্দ ায় বসে সূর্যে াদয়ের মুহূর্তে শুভ্র তুষার শিখরেরঙের খেলা উপভোগ করার মত।

পালামপুর থেকে ১৬ কিমি দূরে বৈজ ন াথমন্দির ।দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম পাথরের শিব মন্দিরটি তৈরী হয়েছিল ৮মশতাব্দীর একে বারে প্রথমে ।মন্দিরটি বেশ খোলামেলাজায়গায় বাস স্ট্যান্ডের কাছে। মন্দিরের ভিত র ও বাইরের চ ারদিক মন্দির গাত্রে ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশৈলী কৃতিত্বের দাবীরাখে। মন্দিরের এক পাশে রয়েছে ছোট সুন্দর গোলাপ বাগ ান, অন্যদিকে সবুজ ঘাসের গলিচাযুক্ত লন। রয়েছে ছোট বড়নানান সাইজের বানরের দল। মন্দি রে সর্বক্ষণ পূজাঅর্চনা চলছে সব কিছু মিলিয়ে বেশ সুন্দর মনোরম পরিবেশ।

পালামপুরের খুব কাছে (৩৮ কি.মি.)যোগিন্দর নগর (৪০৮০ ফুট) জল বিদ্যুৎ প্রকল্প পাঞ্জাব ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ডের অধীনে রয়েছে শাননপাওয়ার হাউস। যোগিন্দর নগর বাসস্টান্ড থেকে ৪ কি.মি. দূরে এই প্রজেক্ট। একটা মাতিভ্যান চেপেপৌঁছে গেলাম পাওয়ার হাউসের গেটের সামনে। শনি - রবি ও অন্যান্য জাতীয়ছুটির দিন এখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ সেটা জানাই ছিল। আমরা যেদিনওখানে পৌঁচ্ছই সেদিন ছিল শনিবার। ৮০০০ ফুট উঁচু ব্রোট-এ উল নদীতেতৈরী হয়েছে এক বিশ া ল জলাধার, সেখান থেকে জল পেনস্টকের মাধ্যমে ধরে এসে এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চালানে া হয় ।আমদের আইডে ন্ টি টিকার্ড দেখার পর ওখানকার এক সুপারভাইজার বেশ উৎসাহের সঙ্গে সমস্তপ্রজে ক্ট টি ঘুরিয়ে দেখালেন।এমনকি টারবাইন, মোটর ইনলেট, আউটলেট ও পাওয়ার আউটপুটপয়েন্ট কিছুই বাদ যায়নি। প াওয়ার হাউস থেকে হলেজওয়ে ইলেক্ট্রিকট্রলিতে চেপে ১১ কি.মি. দূরে উল নদী জল া ধারেপৌঁছনো যায়। ৬ কি.মি. দূরে গিয়ে ট্রলি পরিবর্তন করতে হয়। আমাদের বিশেষ অনুরোধে ৪ কি.মি. উপরপর্যন্ত ট্রলিতে ঘুরিয়ে ফেরত নিয়ে অ াসে। ট্রলিতে বসে নৈসর্গিক শোভাদেখা সত্যিই রোমাঞ্চকর । বাসে ঘুরে পথে ৩৫কি.মি. দূরে ব্রোট যাওয়া যায় অথবা সংকীর্ণ আলাদা পথে গাড়িতে ১৩ কি.মি.।

এই অঞ্চলে এক বিশেষ আকর্ষণ হল ৭ টি কামরাবিশিষ্ট ন্যারো গেজের উলর ডি জেলইঞ্জিন যুক্ত ছোট রেল। এই রেলে না চড়লে হিমাচলের সব কিছু দেখা সম্পুর্ণ হয় না। যোগিন্দরনগর থেকেপাঠানকোট ১৬৪ কি.মি. রাস্তাপ্রায় ১২ ঘন্টা সময় লাগে।পালামপুর শহর থেকে ৫ কিমি দুরে পালামপুর ষ্টেশনে আমরা ফেরারদিন সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ এই রেলে চড়ে বসলাম পাঠানকোটের উদ্দেশ্যে । গাড়ী বাঁশি বাজিয়ে গার্ড সাহেবেরনিশানায় হেলে দুলে এগিয়ে চলল। এখান থেকে প্রচুর লোকজন উঠেছে, অনেক লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাইনের চিরহরিৎঅরণ্য চিরে গাড়ি থামল পারোর - এ । গায়ে গায়ে বাস পথ। নিউগল নদী। দূরেপাহাড় বেষ্টন করে আছে কাংড়া উপত্য কাকে।সবুজ হলুদ ও সোনালী রঙে চোখ জুড়ানো গমের ক্ষেতের সমতল মালভুমিরউ প র নাগরোটা স্টেশন। মাঝে মাঝে জঙ্গলের মধ্যেদিয়ে, পাহাড়ের গা ঘেঁষে, নদীর ধার ধরে আঁকা ব াঁকাঘুর পথে চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে এগিয়ে চলল। কাংড়া ষ্টেশনে দেখা হল বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রে নের সাথে। কাছে ইপাহাড়ের মাথায় দেখা যায় কাংড়া শহর । ট্রেনটি

ঢুকে পড়ে একটিটানেলের মধ্যে যা প্রায় আধ কিমির বেশী লম্বা। একে অন্যের মুখদেখা যায়না ঐ সময়ে। জ্বালামুখী রোড ষ্টেশন পেরিয়ে চলতে লাগল। জলহীনতায়ভোগা বানগঙ্গা সেতু পেরিয়ে নদীর ওপারে দেখা যায় ধবংস প্রাপ্ত দূর্গপাহাড়ের মাথায়। পালামপুর থেকে নিয়ে আসা খাবারে দুপুরের খাওয়ামিটল ট্রেনের মধ্যেই। প্রা ণ জুড়ানো বাতাস আর মনজুড়ানো নিসর্গ ও পথের প্রধান বৈশিষ্ট্য সবুজ ক্ষেতের প্রান্তে স্লেটপাথরের ছাউনি দেওয়া ঘরের উপর টিভির অ্যান্টেনা শিল্পীরক্যানভাসে ধরা ছবির মত। মাঝে মাঝে দেখা মেলে উপর বানিচ দিয়ে সড়ক পথের। পথিমধ্যে বিভিন্ন ষ্টেশনে আরও কয়েকটা ট্রেনেরসঙ্গে দেখা হল। সূর্য পশ্চিম গগনে হেলে পড়েছে লেবু, আম, পেয়ারা প্রভৃতিফলের বাগানের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলল ট্রেন। গ, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার পালনিয়ে ঘুরে বেড়াচেছ পরিচারকরা। আবশেষ বিপাশা নদীর বিশাল লম্বা পুলপেরিয়ে পাঞ্জাবের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। প্রকৃতি ধীরে ধীরে তার রূ পবদল করতে শু করেছে, পরিবর্তন হচেছ আবহাওয়ার। ভুট্টার ক্ষেত, আম বাগান, ইউক্যালিপটাশ প্রভৃতিগাছের পাশ দিয়ে সড়কপথকে ডান দিকে রেখে ট্রেন এগিয়ে চলল। বিকালপাঁচটার সময় পাঠনকোট ষ্টেশনে নেমে পড়লাম। ষ্টেশন থেকে একটিগাড়ী নিয়ে গেলাম চাকী ব্যাঙ্ক রেল ষ্টেশন। ষ্টেশনের ওয়েটিংমের অবস্থা ভীষণ খারাপ। ষ্টেশনের পাশে এক যাত্রী নিবাস। রাত ১২টা পর্যন্ত বিশ্রাম নিয়ে সাড়ে বারোটায় হিমগিরিএক্সপ্রেসে চেপে প্রত্যাবর্তন।

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com